এখনই পদক্ষেপ নিন

উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে লিখুন:

- ইওডোক ও অন্য সকল রাজনৈতিক বন্দী শিবির অনতিবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানান এবং শিবিরগুলোতে আটক সকল বিবেক বন্দীসহ “গিল্ট বাই এসোসিয়েশন” এর ভিত্তিতে আটক আত্মীয়স্বজনদের অবিলম্বে ও বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান।
- সকল ধরনের মৃত্যুদণ্ড ও বন্দীদের নিপীড়নমূলক বলপূর্বক শ্রম, নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ব্যবহার অনতিবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানান।

আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিন:

Kim Jong-il
Chairman, National Defence Commission
Pyongyang
Democratic People’s Republic of Korea

অনুলিপি পাঠান:

UN Ambassador of the Democratic People’s Republic of Korea to the United Nations in Geneva
H.E. Mr So-Se Pyong

এবং অনুলিপি আরো পাঠান:

c/o Yodok Action
Amnesty International
22 rue du Cendrier – 4th floor
1201, Geneva
Switzerland

ইমেইল: Geneva-Yodoc@amnesty.org

অনুগ্রহপূর্বক রাষ্ট্রদূত সো-সি পিয়ংকে পাঠানো চিঠি কিংবা ই-মেইলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কার্যালয়ের কথা উল্লেখ করবেন না।

AMNESTY INTERNATIONAL

সেপ্টেম্বর ২০১১
সূচি নাম্বার: ASA 24/002/2011
Bengali

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

www.amnesty.org/individuals-at-risk

ইওডোক রাজনৈতিক বন্দী শিবির- এর জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

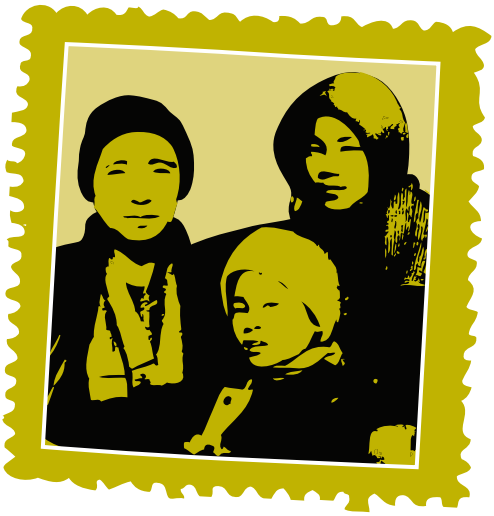

আনুমানিক ৫০,০০০ নারী, পুরুষ ও শিশু বর্তমানে উত্তর কোরিয়ার ইওডোক রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে আটক রয়েছে। দেশটিতে এমন ছয়টি বন্দীশিবির আছে বলে জানা যায়। যেখানে আনুমানিক ২০০,০০০ রাজনৈতিক বন্দী ও তাদের পরিবারকে বিনাবিচারে কিংবা একেবারেই অন্যায্য বিচারের মাধ্যমে কারাবন্দী রাখা হয়েছে। বন্দীদের, এমনকি শিশুদের পর্যন্ত শিবিরগুলোতে নির্যাতন করা হয় এবং বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাধ্য করা, কম খাবার খেতে দেওয়া, পেটানো, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং বসবাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সবমিলিয়ে বন্দীরা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগছেন, এবং অনেক বন্দী আটক অবস্থাতেই কিংবা মুক্তি পাওয়ার পরপরই মারা যাচ্ছেন।

উত্তর কোরিয়ার সরকার সেদেশে ইওডোকসহ কোন ধরনের রাজনৈতিক বন্দী শিবির থাকার কথা অস্বীকার করছে। যদিও স্যাটেলাইটের ছবি এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বন্দী শিবিরের সাবেক প্রহরী, বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন ও সাবেক বন্দীদের কাছ থেকে সংগৃহীত সাক্ষ্য থেকে বন্দী শিবির থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। যাদেরকে শিবিরগুলোতে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন স্বীয় দায়িত্ব পালনে অদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এমন কর্মকর্তাগণ, সরকারের কিংবা শাসক পরিবারের সমালোচনাকারী এবং যারা "সরকার-বিরোধী" কর্মকান্ডে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রচারিত টেলিভিশন বা রেডিও অনুষ্ঠান শোনা, জড়িত সন্দেহভাজন এমন ব্যক্তিগণ।

সকল বন্দী শিবিরে "টোটাল কন্ট্রোল জোনস" নামে একটি এলাকা আছে যেখান থেকে বন্দীরা অত্যন্ত দুলর্ভ ব্যতিক্রম ছাড়া কখনোই মুক্তি পায় না। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জানা মতে, এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন টোটাল কন্ট্রোল জোনস থেকে হয় পালিয়েছে কিংবা মুক্তি পেয়েছে। টোটাল কন্ট্রোল জোনে জন্মগ্রহণকারী শিশু সেখানেই সারাজীবনের জন্য আটক থাকে। ইওডোক ও বুক্যাঙ্গ-রি শিবিরে এছাড়াও "রেভুলশনারি জোনস" (বিপ্লব এলাকা) রয়েছে যেখানে কম মারাত্মক অপরাধী বলে যাদেরকে ধারণা করা হয় তাদেরকে রাখা হয়। রেভুলশনারি জোনে আটক বন্দীদের ১০ বছর পর্যন্ত সাজার মেয়াদ শেষে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইওডোকে প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এবং মৃত্যুদণ্ড ফায়ারিং স্কোয়াড কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হয়। বন্দীদের বন্দী শিবিরের আইন ভাঙ্গার জন্য, যেমন খাবার চুরির অপরাধেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অপরাধী বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকেও ইওডোকে পাঠানো হয়। "গিল্ট বাই এসোসিয়েশন" বা "সঙ্গীরাও অপরাধী" পদ্ধতিতে বন্দীদের উত্তরসূরিদের নীরব থাকতে বাধ্য করা হয় এবং ভয় দেখানোর মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উত্তর কোরিয়ার নাগরিক ওহ কিল-ম্যান ১৯৮৬ সালে ডেনমার্কে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তার স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানকে (ছবি) উত্তর কোরিয়াতে রেখে যেতে বাধ্য করা হয়। ওহ উত্তর কোরিয়াতে ফিরতে ব্যর্থ হলে ১৯৮৭ সালে তার পরিবারকে ইওডোকে পাঠানো হয়। তিনি তাদের কাছ থেকে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে চিঠি পান এবং ১৯৯১ সালে ছবি পান। শিবিরের বন্দীদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জানা যায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি। একজন সাবেক বন্দী দাবী করেন যে পরবর্তীতে ওহ-র স্ত্রী ও কন্যাদের ইওডোকের টোটাল কন্ট্রোল জোনে স্থানান্তর করা হয়। এরপর ওহ তাদের সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারেননি।

৩-১৭ ডিসেম্বর ২০১১

অধিকারের জন্য লিখুন

অসাধারণ কিছু করুন